87

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

গাইবান্ধায় সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের ৮৫টি বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধের উপক্রম ।। থানা প্রকৌশলীর অফিস ঘেরাও

গাইবান্ধা, ২১শে সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।– প্রয়োজনীয় ফান্ড না থাকায় গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানায় সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত ৮৫টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ এখন মাঝ পথে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এসব বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদারদের প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার বিল বাকি পড়েছে। পরবর্তী কাজের অগ্রগতিও স্থবির হয়ে গেছে।

এদিকে বকেয়া বিলের দাবিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাররা গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পলাশ–বাড়ি থানা প্রকৌশলীর অফিস ঘেরাওশেষে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেছে। স্মারকলিপিতে তারা বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য পরবর্তী কর্মসূচির কথাও ঘোষণা করেছে। পলাশবাড়ি থানা ঠিকাদার সমিতির পেশকৃত স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের কাজ ১৯৮৯ সাল থেকে সারাদেশেই চালু হয়েছে। উদ্দেশ্য, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার। শুধু গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানাতেই এই কর্মসূচি সীমাবদ্ধ নেই, ৬৪টি জেলার অধিকাংশ থানাতেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক থেকে আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। ওই সংস্থার সাহায্যপুষ্ট সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের সদর দপ্তর ঢাকার মালিবাগ চৌধুরী পাড়ায় স্থাপিত হয়েছে। এর আওতায় গ্রাম পর্যায়ে বেশ কিছু স্বল্প ব্যয়ের কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের একটি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। দাতা সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পটি এসব বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ নিয়ন্ত্রিত ও আর্থিক ছাড়পত্র ইস্যু করছে। এই প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধার ৭টি থানায় ৮৫টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লাখ ২৫ হাজার থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত। আগামী ডিসেম্বর '৯৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল নির্ধারিত হয়েছে। এই সময় সীমার মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারলে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃপক্ষ উক্ত আর্থিক সহায়তার হাত গুটিয়ে নিতে পারে বলেও জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের সদর দপ্তরে নিয়োজিত এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও চাহিদা মাফিক আর্থিক ছাড়পত্র ইস্যুর বিড়ম্বনায় এইসব বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ নিয়ে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৮৯ সালে প্রকল্পের শুরু থেকে ১৯৯৬ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোন কোন কমিউনিটি বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হয়েছে। আবার বেশ কিছু কাজের শতকরা ৭০ ভাগ অগ্রগতি হলেও চাহিদা মাফিক অর্থ মিলছে না। অর্থের ছাড়পত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অহেতুক গড়িমসি চলছে। আর্থিক সংকটে অসমাপ্ত কাজ দ্রুত শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই সংকট পলাশবাড়িতেই সবচেয়ে বেশি। সেখানে ৩৫টি বিদ্যালয়ের অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ যেখানে ১ কোটি ৭০ লাখ, সেস্থলে ১ কোটি টাকা চাহিদা জানিয়ে দেয়া হলেও তিন কিস্তিতে পাওয়া গেছে মাত্র ১৫ লাখ টাকা। অবশিষ্ট টাকা এখনো মেলেনি। এরমধ্যে ফার্নিচার নির্মাণ ও সরবরাহ খাতের প্রায় ২৬ লাখ টাকার বিল বকেয়া পড়েছে। পলাশবাড়িসহ গাইবান্ধার ৭টি থানায় বকেয়া বিলের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা— যার ছাড়পত্রের অভাবে অসমাপ্ত কাজগুলোর দ্রুত শেষ করা নিয়ে নিয়োজিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানগুলোর হিমশিম খাচ্ছে। অনেকগুলো কাজ মাঝ পথে স্থবির হয়ে পড়েছে। ফান্ড সংকট কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনে নিয়োজিত ঠিকাদাররা থানা প্রকৌশলী অফিসে ধরনা দিচ্ছেন। কিন্তু বকেয়া বিল দিতে না পেরে সংশ্লিষ্ট থানা প্রকৌশলীরা নানান অজুহাতে কর্মস্থলের বাইরে থাকছেন। ফান্ড সংকটের কারণে বিক্ষুব্ধ ঠিকাদাররা গত ১৮ই সেপ্টেম্বর পলাশবাড়ি থানা প্রকৌশলীর অফিস ঘেরাও করার আগেই তিনি কেটে পড়েন। গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা ও সুন্দরগঞ্জ থানাতেও এমনি ঘটনা ঘটেছে। ঝিমিয়ে পড়েছে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কাজ। অগ্রগতিও পিছিয়ে পড়ছে।

নিয়োজিত ঠিকাদাররা অসমাপ্ত কাজের দ্রুত অগ্রগতি ও সমাপ্তির প্রয়োজনে তাদের বকেয়া বিল অবিলম্বে পরিশোধের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, এই দরিদ্র দেশে অনেক কষ্টার্জিত বিদেশী সাহায্যের সদ্ব্যবহারে সবাইকে আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ফান্ড সংকটের দ্রুত নিষ্পত্তি না হলে শুধু মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের কাজই অসমাপ্ত থেকে যাবে না, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের কার্যক্রমও পিছিয়ে যাবে। এতে দাতা সংস্থার অসন্তোষ বেড়ে যাবে এবং আর্থিক সহযোগিতার হাত সংকুচিত হয়ে পড়তে পারে। বরাদ্দকৃত অর্থও ফেরত যাওয়ার আশংকা রয়েছে।